প্রথম আলো

তারিখ ... 07 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

পোষ্যদের সুযোগ করে দিতে কমানো হলো উত্তীর্ণ নম্বর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর কমানো হয়েছে। সবার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হলেও এর সুবিধাভোগী হবেন পোষ্যরা। তাঁরা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যেকোনো পরীক্ষার্থীকে শতকরা ৩৫ নম্বর পেতে হতো। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কমিটির এক সভায় তা কমিয়ে শতকরা ৩৩ নম্বর করা হয়। এর ফলে এ বছর ৮০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় ২৬ দশমিক ৪ পেলেই একজন পোষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তান, স্বামী-স্ত্রী ও ভাইবোন পোষ্য হিসেবে বিবেচিত হন। নতুন সিদ্ধান্ত সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এর সুবিধা ভোগ করবেন পোষ্যরা। কারণ ভর্তি পরীক্ষার মতো একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শুধু উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নির্ধারিত নম্বর পেয়ে সাধারণ কোনো পরীক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আগে ভর্তি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ পোষ্যদের অতিরিক্ত নম্বর (গ্রেস মার্ক) দিয়ে ভর্তি করানো হতো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটা অংশ অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ভর্তি করানোকে অনৈতিক আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করে আসছিলেন। ফলে গত বছর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চাপে প্রশাসন অনুত্তীর্ণ কাউকে ভর্তি করাতে পারেনি। তাই চলতি বছর কৌশল পাল্টে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নির্ধারিত নম্বরই কমিয়ে দিয়েছে। সূত্র জানায়, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারী সমিতি ও ইউনিয়নের চাপ ছিল।

> এর সুবিধাভোগী হবেন পোষ্যরা। তাঁরা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, পাস নম্বর কমানোর জন্য একটি সম্মিলিত দাবি ছিল। কিন্তু কোনো চাপ ছিল না।

নম্বর কমানোর এই সিদ্ধান্ত বৈষম্যমূলক আখ্যায়িত করে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেন, একটি গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে পাস নম্বর কমানো হলে পুরো ভর্তি পরীক্ষাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আর এভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলে ক্লাসে পাঠদানও বিঘ্নিত হয়। ক্লাসে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বয় থাকে না।

সহ-উপাচার্য মো. আবুল হোসেন বলেন, এটি সবার জন্যই প্রযোজ্য। এবার কোনো 'গ্রেস নম্বর' দেওয়া হবে না, এই শর্তে পাস নম্বর কমানো হয়েছে।